হৃদয় জানালা

ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে... না, শুধু মনের মন্দিরে নয়। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালার পাতায়... মনের গভীরে গেঁথে থাকা সব ভালো লাগা ভালোবাসার কথা কিংবা অতল গহ্বরে জমে থাকা কষ্টের কথা...

অস্থায়ী নিবাসের রিনাকে...

সাধু কণ্ঠের মুক্তোঝরা অমোঘ বাণী যে প্রেমকে বুকে ধারণ করে, সেই স্বার্গীয় প্রেমের সূতিকাগার তো 'নারী'। আদিকাল থেকে পুষ্পিত প্রেম দিয়ে 'নারী' প্রেমিককে করেছে গর্বিত, প্রেমকে করেছে মহিমান্বিত, পৃথিবীকে করেছে ঐশ্বর্যমন্ডিত। 'নারী' কখনো কিশোরী চোখের পাপড়ির মতো চঞ্চল, কখনো প্রেমিকা বধূর রাঙা ঠোঁটে বাঁকা হাসির মতো রহস্যঘেরা, আবার 'নারী' কখনো সুধাময়ী মাতার আশীর্বাদ ভরা দৃষ্টির মতো উদার। 'নারী' সে তো নয় শিলা পাথর, নয়তো সে টুসকি খেলনা। 'নারী' তো এক বর্ণময় মায়াবী জগৎ। রিনা তুমি তো জানো তোমাদের বাসার সামনের ছাত্রাবাস থেকেই তোমার-আমার চোখের পদযাত্রা। সেই বিশ্বাসিত চোখের পদযাত্রা থেকেই তোমাকে পাবার বাসনা। তাতে তোমার আর আমার ভূমিকা কি হয়েছে তা তুমি নিজেই জান এবং উপলব্ধি করেছ। আমি জানি তোমার বাবা-মা-ভাই সবাই আমাদের ব্যাপারটা জানেন। কিন্তু ভাগ্য বিধাতা তোমাকে কাছাকাছি রেখে কথা বলার সেই সুযোগটুকু দেননি। অনেক আশা ছিল তুমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ভার্সিটি/কলেজে ভর্তি হবে, কিন্তু তা হয়নি। আসলে রিনা তোমাকে কতটা ভালোবাসি তুমি হয়ত কিছুটা জান, সবটুকু জান না। কারণ তোমাকে বুঝতে পারিনি। আমি হোস্টেলে চলে এসেছি, তাতে কি হয়েছে। তোমাকে তো ভুলতে পারিনি, পারবো না। রিনা তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তুমি আমাকে সাড়া দিয়েছ জানি কিন্তু সেটা হৃদয় উজাড় করে দিয়েছ কিনা শুধু সেটুকু জানি না। এখন তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা শুধু তুমি আমাকে দেখবে, জানবে, বুঝবে তারপর যা করণীয় তা করবে। রিনা তুমি ছিলে, আছো, থাকবে আমার কল্পনার মানস প্রতিমা হয়ে। সত্যিই তুমি উপমাহীন অনিন্দ্য সুন্দরের স্বর্গদেবী অপ্সরী। পরিশেষে, রোমাঞ্চকর সেই স্মৃতিগুলো আজ বিবর্ণ অপাঙ্‌ক্তেয়, তবুও আমার হৃদয়ের অনন্ত আশ্রমে মিশে থাক তোমার বিমূর্ত সত্তা।

জাকারিয়া সোহাগ
আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
ময়মনসিংহ

আমি কে

হ্যাঁ, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি, বলুন তো আপনি কে? কি বা আপনার পরিচয়? মনে মনে হয়ত হাসছেন আর বলছেন 'খুব বোকা ছেলে, এটা আবার একটা প্রশ্ন হল'। আমি হলাম 'ড. বা ডা. অমুক...। আমার বংশ পরিচয় এই..., আমার পদবি এবং আমার চৌদ্দগোষ্ঠী মিঃ অমুক... ইত্যাদি ইত্যাদি...।' আরে মিয়া রাখুন আপনার চৌদ্দগোষ্ঠী। পুড়িয়ে ফেলুন আপনার সব সার্টিফিকেট। আর চাকরি? সে তো আজ আছে কাল নাই। আর থাকলেও কত দিন? কিন্তু আপনার আসল পরিচয়? মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবছেন 'এটা আবার কেমন প্রশ্ন?' এটাই আসল প্রশ্ন, আমার সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য একটু চোখ বুজুন। কল্পনা করুন আপনি একটা নির্জন দ্বীপে, যেখানে অচেনা-অজানা একদল প্রাণী বসবাস করে যারা আপনাকে চেনে না। তবে আপনারা একে অপরকে মুখের ভাষা দ্বারা বোঝাতে পারেন বা উভয়ই একে অপরের ভাষা বোঝেন। তারা জানে না মানুষ নামে যে এক প্রকার প্রাণী আছে। এখন এরূপ পরিস্থিতিতে আপনার আগের সেই পরিচয়টা কি কোনো কাজে আসবে? আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না কিভাবে তাদেরকে আমার সম্পর্কে ধারণা দেব। কারণ তারা তো আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু আপনি তাদেরকে বোঝাতে পারবেন তো আপনার পরিচয় বা অন্য সব কিছু?

আসল কথা হল 'আমি কে?' প্রশ্নের উত্তর খুবই জটিল। সুতরাং এ বিষয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। কি তাই না?

আতিক, ২৪-উদয়ন, কামালী হাউস, খাসদবীর, ইলাসকান্দি, সিলেট-৩১০০,
Atiky2k@hotmail.com

তিথী কথা রাখেনি

আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ক্লাস সিক্সের ছাত্র। একদিন হঠাৎই আমার দূর সম্পর্কের মামাতো বোন নাঈমা ইসলাম তিথী আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। পারিবারিক সমস্যার কারণে তিথীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। তিথীকে সর্বপ্রথম আমি আমাদের বাসায় দেখি এবং কি এক আশ্চার্য রকমের আকর্ষণবোধে আমি ওর প্রেমে পড়ে যাই। তিথীও তখন আমার সঙ্গে একই ক্লাসে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তো। তখন মাঝে মাঝে দেখা হলেও ক্লাস সেভেনে আমি সেন্ট গ্রেগরী'জ স্কুলে চলে আসার পর থেকে তিথীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকে। এক পর্যায়ে আমাদের ভালোবাসা এমন রূপ নেয় যে, আমরা একদিন একে অপরকে না দেখে, টেলিফোনে কথা না বলে থাকতে পারতাম না। আমরা একসঙ্গে নাটক, সিনেমা, ফ্যাশন শো দেখতাম, মার্কেটে কেনাকাটা করতাম আরও কত কি! অবশ্য এসব ব্যাপারে আমার প্রিয় বন্ধু সামাদ, লিন্ডা, রূপা, দীপু, জিনিয়া, রোজী, সুমন, সুধাংশু, টিপু, সম্রাটের অবদানও কম নয়। এসএসসি পাস করে আমি ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হই। তিথীরা গরিব, ওর-আমার সম্পর্ক কিছুতেই আমার পরিবার মেনে নেবে না, এ কথা জেনেও আমি তিথীর জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমি এইচএসসি পরীক্ষা দেবার কিছুদিন আগে জানতে পারি তিথীর সঙ্গে আমারই পূর্ব পরিচিত রজিন নামের একটি ছেলের সম্পর্ক আছে। শুধু তাই নয়, ওরা গোপনে বিয়েও করেছে! আকস্মাৎ এ ঘটনায় আমি হতবাক হয়ে যাই। যার জন্য আমি সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলাম সেই তিথীই কিনা কথা দিয়েও এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলো! এসব তিথীরাই দীর্ঘ ৬/৭ বছরের সম্পর্ককে অস্বীকার করতে পারে, মিথ্যে ভালোবাসার অভিনয় করতে পারে। এদের কারণেই সমাজে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। আমি এমন নিম্ন মানসিকতার তিথীদের ঘৃণা করি, আর কামনা করি কেউ যেন আমার মতো এমন নোংরা মনের তিথীদের মিথ্যে ভালোবাসার পাল্লায় না পড়ে। কারণ এরা যে সত্যি সত্যিই নিষ্ঠুর।

মোঃ সাইফুল রহমান লিপন, প্রযত্নে :
খন্দকার হাসান শাহরিয়ার, ২৩/২-এ,
পি.সি ব্যানার্জি লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর,
ঢাকা-১১০০, ইমেইল : hasanl@bijoy.net

খুলে রেখেছি

হৃদয় সিংহাসনের জানালা খুলে রেখেছি
তুমি আসবে বলে,
ঘুমেরা সব অজানায় পাড়ি জমিয়েছে
তুমি আসবে বলে,
স্বপ্নেরা সব সমীরণের পালকীতে চড়েছে
তুমি আসবে বলে,
মন বলছে পুষে রাখা স্বপ্নের পূর্ণতা তোমাকে ঘিরেই সফল হবে।
তুমি এমনি একজন যার জন্য মন মানে না ধর্ম, জাত বর্ণ আর বয়স।
তুমি তো সেই পার্বতী কন্যা যার ছোঁয়ায় মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় মনের আরশি।
তুমি সেই, যাকে খুঁজি আবাল্য থেকে প্রতিটা পাহাড়ি নির্জনতার মাঝে।
তুমি সেই, যার দুর্বোধ্য ভাষা আমার হৃদয়ে জাগায় স্পন্দন
ও পাহাড়ি মেয়ে, তোমাকে নিয়ে আমি একাত্ম হতে চাই প্রকৃতির স্পর্শে।
'আমার সাধনা তাকেই ঘিরে যার জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা তিন পার্বত্য জেলায় কিংবা গাড়ো পাহাড়ে অথবা সিলেটের
টিলাময় ভূমিতে।'
আমি তোমারই উদ্দেশ্যে হৃদয় জানালা খুলে রেখেছি
তুমি এসো... বন্ধু হবে আমার।

দিগন্ত, ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ
ঝাওয়াইল চৌরাস্তা, গোপালপুর, টাঙ্গাইল-১৯১

শূ ন্য তা

এ জীবনে সুখ, শান্তি, সাফল্য আর ঈর্ষা করার মতো সুন্দর নিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছিল, ছিল সুন্দর কিছু স্বপ্ন। হঠাৎ কোনো এক অচেনা ঝড়ে পাল্টে গেছে আমার জীবনধারা। নক্ষত্র যেমন নিজ পথ মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলে, মরুভূমিতে যেমন ঝড় ওঠে, সমুদ্রে যেমন প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি আমার জীবনের অধ্যায়ে আজ জমেছে এক কালো মেঘের ছায়া, অমাবস্যার রাত। এ জীবনে যেমনি পেয়েছি অসাধারণ কিছু ভালো বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী; ঠিক তেমনিভাবে কুয়াশার ধূম্রজালের মতো হারিয়ে গেছে অতি কাছের কিছু মানুষ, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী। কর্মব্যস্ত দিন শেষে যখন রাতে হারিয়ে যাই স্বপ্নের রাজ্যে তখনই ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব ঘটে একটি সুন্দর মায়াবী মুখের। মানুষ যখন খুব কষ্টে থাকে, দুঃখ, বেদনা কিংবা অসময়ের মধ্যে থাকে তখন মনে মনে সে শুধু চায় তার কষ্টটা কেটে যাক, দুঃখ, বেদনা একদম চলে যাক জীবন থেকে। কামনা করে অসময় কেটে গিয়ে সুসময় দেখা দিক। মনে মনে সে শুধু সুসময়কে ডাকে, সুখ এবং আনন্দকে ডাকে। হৃদয়ের গভীর থেকে বলে, আজকের পর থেকে জীবনের যেকোনো কষ্টের মুহূর্তে, দুঃখ-বেদনা এবং অসময়ে আমি কেবল তোমাকেই ডাকব। মনে মনে বলবো এসো, এসো তুমি। আমার কষ্ট কাটিয়ে দিয়ে যাও, দুঃখ-বেদনা কাটিয়ে দিয়ে যাও। আমার অসময়কে ঠেলে দাও সুসময়ের দিকে। ভালোবাসায় ভরে দাও আমার এ হৃদয়। এসো, এসো তুমি। মায়াবী সেই মুখটিকে নিয়ে হারিয়ে যাই ভালোবাসার জগতে। দূর থেকে তখন ভেসে আসে, তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার/চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার/কতরূপ ধরে পরেছ গলায়/নিয়েছ সে উপহার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। সময়ের স্রোতধারায় এক সময় ভেঙে যায় স্বপ্ন আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যাও তুমি। ঘুম থেকে জেগে দেখি কোথাও কেউ নেই। গ্রাস করে একরাশ শূন্যতা। হয়তো এটিই বাস্তব অথবা শুধুই কল্পনা।

খন্দকার হাসান শাহরিয়ার, ২৩/২-এ.পি.সি. ব্যানার্জি লেন
সিংটোলা, ঢাকা-১১০০, ইমেইল : hasan1@bijoy.net

চি র কূ ট

তোমাকেই ভাবি!

মনে মনে কত কিছু ভাবি আর ভাবনাগুলো রঙিন প্রজাপতির মতো উড়ে যায়। মন যদি দৃশ্যমান বস্তু হতো তাহলে ভালো হতো। মনের কোণে কোনো এক 'তুমি' বাসা বেঁধেছ হৃদয় গহিনে কিন্তু তোমাকে দেখতে পাই না। মাঝে মাঝে অপেক্ষায় থাকি তুমি আসবে ভেবে। প্রাথমিক বন্ধুত্ব থেকে পরবর্তীতে ভালো লাগলে আরও এক ধাপ এগুতে পারি। অনার্সের প্রথম দিকেই আমার অবস্থান। আমার ভাবনার অংশীদার হবার জন্য মেডিকেল কিংবা বুয়েটের মেধাবী সুন্দর মানসিকতা ও মোটামুটি সুন্দর ব্যক্তিদের লেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

রুমী, রুম নং ৭৬, রাজশাহী কলেজ
ছাত্রীনিবাস, রাজশাহী

তোমাদের প্রত্যাশায়

বহু দিন ধরে শুন্য হৃদয়ে খুঁজেছি যারে,
'সাপ্তাহিক ২০০০'-এ পেয়েছি তারে।
হ্যাঁ রংপুর-এর জেসি ও লিমাকে বলছি, ঈদে দেখা হবে সুপার মার্কেটে, না-কি? পান্নার দিঘির পাড়ে? তোমাদের চিঠির প্রতীক্ষায়।

হুমা, কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড
গোলাপগঞ্জ, সিলেট-৩১৬৬

বন্ধুত্ব করতে চাই

নীল আকাশকে যারা ভাবে, সাহিত্যকে যারা ভালোবাসে, সুস্থ পরিবেশের, মুক্ত চিন্তার সৃজনশীলদের জন্য আমার এ লেখা। আসুন বন্ধুত্ব করি।

কনক, ফোন : ৭১২৩১৬৬
পো: বক্স নং- ১০৫০,ঢাকা-১১০০

প্রতীক্ষায় রইলাম

আমি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। যান্ত্রিক এ পৃথিবীতে সবাই নিজেকে নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হয়। এমন সময় যদি মনের মতো কাউকে পাওয়া যেতো যাকে আমার নিঃসঙ্গ সময়ের সাথী করা যায়। আড্ডায় বসলে যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করতে পারে, গোধূলি যার খুব প্রিয়, মিথ্যা বলা যার স্বভাব নয়, যার রয়েছে খুব ভালো একটি ব্যক্তিত্ব এমন মানুষের কি সমাজে খুব অভাব। তাহলে কি আমার জীবনে কাউকেই বলা হবে না হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে ইত্যাদি...। যদি কেউ থেকে থাকে তবে অবশ্যই ঠিকানাসহ লিখুন, অবশ্যই উত্তর পেয়ে যাবেন।

মুন, ঢাকা

ঘোষণা

ফিলিপস-সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখা প্রতিযোগিতা
গল্প লিখে জিতে নিন রেফ্রিজারেটর, ভিসিডি প্লেয়ার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এবং ...।
বিস্তারিত দেখুন ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠায়।